গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০০১.১৭-১১৮

তারিখঃ ১৮ ফাল্গুন ১৪২৬ ব.
০২ মার্চ ২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন কেশবপুর দারুল উলুম মহিলা ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার সাময়িক বরখাস্তকৃত সহকারি অধ্যাপক (আরবি) জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর বিষয়ে সরেজমিনে সম্পন্ন হওয়া তদন্তের তদন্ত প্রতিবেদন এবং তৎপ্রেক্ষিতে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৮০২২/২০১৭ মামলায় মহামান্য আদালতের আদেশের আলোকে টিএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নক্রমে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন টিএমইডিতে প্রেরণ।

সূত্র: (১) কেশবপুর দারুল উলুম মহিলা ফাযিল মাদ্রাসার স্মারক নং- কেমমা/জবাব/২০১৯-১১(২), তারিখ: ২৮/০৪/২০১৯ খ্রি.
(২) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০০১.১৭-২৯৭, তারিখ: ০৯/০৬/২০১৯ খ্রি.
(৩) ডিএমই'র স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০১.১৭.০০৩.১৮.২৮২, তারিখ: ১৩/১১/২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন কেশবপুর দারুল মহিলা ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা'র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক গত ২৮/৪/১৯ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাময়িক বরখাস্তকৃত সহকারি অধ্যাপক (আরবি) জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী-এর পূর্ণ বেতন-ভাতাদি না দেয়ার জন্য প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক সচিব, টিএমইডি বরারব সূত্রোক্ত (১) নং আবেদন দাখিল করা হয়।

২। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্তকৃত সহকারি অধ্যাপক (আরবি) জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কতিপয় বিষয়ে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার (উপ-পরিচালক পর্যায়ের নিচে নয়) দ্বারা সরেজমিনে তদন্তক্রমে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য টিএমইডি হতে গত ০৯/৬/২০১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকে ডিজি, ডিএমই-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

৩। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ডিএমই-এর উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন) এর মাধ্যমে জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিষয়াদি সরেজমিনে তদন্তক্রমে সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে টিএমইডি হতে চাহিত তথ্যাদির তুলণাকরত: নিম্নরূপভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হলো-

ক্র: নং	তদন্তের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য টিএমইডি হতে বলা হয়	তদন্তকারী কর্মকর্তার {উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)} মন্তব্য/মতামত	টিএমইডি'র নির্দেশনা/মন্তব্য
(১)	সাময়িক বরখাস্তকৃত সহকারি অধ্যাপক (আরবি) জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী-কে কোন অভিযোগের কারণে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে ?	সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহকারী অধ্যাপক (আরবি) ১০/০৪/২০১৪ ইং তারিখ হতে ৩১/০৪/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ২১ দিনের একটি সনদ বিহীন মেডিকেল ছুটির আবেদন করে ০১/০৫/২০১৪ ইং তারিখ হতে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার গভর্নিং বডি ০৭/০৬/২০১৪ ইং তারিখ ০৩/১৪ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহকারী অধ্যাপক (আরবি)-কে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন যা গভর্ণিং বডির ২৯/৬/১৪ তারিখের সভায় উপস্থাপন করলে জবাবটি সন্তোষজনক নয় এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত জবাব বলে প্রতিয়মান হওয়ায় তাকে ০১/৭/১৪ ইং তারিখে পুনরায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।	(ক) জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী-কে প্রথমে কেন কোন অভিযোগের কারনে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তদন্ত কর্মকর্তার মতামতে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য নেই। (খ) অধিকন্তু বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরির শর্ত বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৯(২) বিধিতে বর্ণিতমতে ছুটি গ্রহণ না করায় একই বিধিমালার ১১(ই)বিধি অনুযায়ী জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকীকে সাময়িক বরখাস্ত করা বিধি সম্মত ছিল; কিন্তু একটি সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বলবৎ থাকা অবস্থায় কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২য় বার সাময়িক বরখাস্ত করার কোন সুযোগ "বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরির শর্ত বিধিমালা,১৯৭৯"-তে নেই বিধায় এরূপ এক্তিয়ার বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর জন্য DG,DMEকে নির্দেশনা দেয়া যায়।
(২)	উক্ত অভিযোগ/ অভিযোগসমূহ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরির শর্ত বিধিমালা, ১৯৭৯ এর কোন বিধির আওতাভুক্ত?	বিধি-১১ এর পেশাগত অসদাচারণ (এ),(বি), (সি), (ডি), (ই) এবং (এফ)	উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো ১৯৭৯ সনের বিধিমালায় বর্ণিত রয়েছে তবে সাময়িক বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে মর্মে কোন তথ্য প্রমানক সংযুক্ত নেই।
(৩)	উক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের পূর্বে বিধি-১৪ অনুযায়ী কারণ দর্শানো হয়েছিল কীনা?	হ্যাঁ উক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের পূর্বে বিধি (১৪) অনুযায়ী কারণ দর্শানো হয়েছিল মর্মে পত্র প্রেরণ ডাক বইয়ের কপি সংযুক্ত করা হয়েছে ।	(ক)সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষকের উপর ইস্যুকৃত কারণ দর্শানোর নোটিশখানা উক্ত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর উপর জারী হওয়ার কোন প্রমানক সংযুক্ত করা হয়নি। (খ) অধিকন্তু অভিযুক্তের নামে ইস্যুকৃত কারণ দর্শানোর নোটিশ- খানা জনৈকা নাসিমার নামে জারীকৃত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে,কিন্তু উক্ত নাসিমার সাথে এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর সম্পূর্ক কি বা নাসিমার ঠিকানা কিছুই উল্লেখ নেই বিধায় নোটিশ যথাযথভাবে জারী হয়নি মর্মে স্পষ্ট হয়। (গ)অর্থাৎ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়। (ঘ) যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত সাময়িক বরখাস্ত করায় অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা দেয়া যায়।
(৪)	একই বিধি অনুযায়ী ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়েছিল কীনা?	একই বিধি অনুযায়ী ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়েছিল তবে জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী শুনানিতে উপস্থিত হননি মর্মে প্রেরিত নোটিশ ও ডাক বইয়ের কপি সংযুক্ত করা হয়েছে।	(ক) মামলায় হাজিরার দিন থাকায় শুনানীর জন্য ধার্য (০৭/১/১৫) তারিখের ৩/৪ সপ্তাহ পরে ব্যক্তিগত শুনানীর দিন ধার্যের জন্য তদন্ত সাব কমিটির আহবায়ক বরাবর অভিযুক্ত কর্তৃক আবেদন দাখিল করা হলেও উক্ত আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল কিংবা না মঞ্জুর হয়েছিল এ বিষয়ে কোন তথ্য প্রমানক নেই। এরূপ হওয়ার কারণ কি?

ক্র: নং	তদন্তের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য টিএমইডি হতে বলা হয়	তদন্তকারা কমকতার {ডপ-পারচালক(প্রাশক্ষণ ও উন্নয়ন)} মন্তব্য/মতামত	টিএমহাড'র নিদেশনা/মন্তব্য
			(খ) তাছাড়া শুনানীতে হাজির হওয়ার জন্য অভিযুক্ত বরাবর ইস্যুকৃত (২৬.১২.১৪ এবং ২৫.০২.১৫) চিঠি যথাক্রমে জনৈকা সনিয়ার নামে এবং জনৈক লুৎফর নামীয় ব্যক্তির উপর জারীকৃত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে,কিন্তু উক্ত ব্যক্তিগণের সাথে এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর সম্পর্ক কি বা উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ঠিকানা কিছুই উল্লেখ নেই বিধায় শুনানীর জন্য নোটিশ যথাযথভাবে জারী হয়নি মর্মে স্পষ্ট হয়। (গ) যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত সাময়িক বরখাস্ত করায় অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর জন্য DG,DMEকে নির্দেশনা দেয়া যায়।
(৫)	একই বিধি অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করানো হয়েছিল কীনা?	হ্যাঁ। তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হয়েছিল	(ক) একই বিধির ১৪(২)-তে বর্ণিত সভাপতিসহ ০৩(তিন)সদস্যের তদন্ত কমিটির কথা উল্লেখ থাকলেও আলোচ্যক্ষেত্রে ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে যা বিদ্যমান বিধানের পরিপন্থি (খ) বিধানের পরিপন্থি কাজ করায় অধ্যক্ষ,গভর্নিং বডির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর জন্য DG,DMEকে নির্দেশনা দেয়া যায়।
(৬)	তদন্ত হয়ে থাকলে তদন্ত কমিটির ফাইন্ডিংস কী ছিল?	<u>তদন্ত কমিটির ফাইন্ডিংসঃ</u> ১। জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী ০১/০৫/২০১৪ ইং তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত আছেন কিনা? ২। তিনি শ্রেণীতে অনিয়মিত উপস্থিত থাকেন এবং পাঠদানে অক্ষম কিনা? ৩। তিনি প্রায় প্রতিবছরই অবৈধভাবে অতিরিক্ত ছুটি ভোগ করতেন এবং ছুটি বর্ধিত করার চেষ্ঠা করতেন কিনা? ৪। জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী স্থানীয়ভাবে ঋনের দায়গ্রস্থ কিনা? এবং কি কারণে মাদ্রাসায় আসতে পারেন না বা বার বার মেডিকেল ছুটির আবেদন করার কারণ কি? ৫। জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, চাকুরী কালে বিভিন্ন সময় পেশাগত অসদাচারনের দায়ে সাময়িক বরখাস্ত হন এবং লিখিত অঙ্গীকার পূর্বক চাকুরীতে পূর্ণবহাল হন কিনা? ৬। তিনি বিভিন্ন সময় মাদ্রাসার প্রশাসনের বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে প্রশাসনকে বিব্রত করেন কিনা? ৭। জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী মাদ্রাসার প্রশাসনও গর্ভণিং বডির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান করেন কিনা? ৮। সাময়িক বরখাস্ত কৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) একজন নিয়মিত শিক্ষক হওয়া সত্বেও স্বেচ্ছাচারিতা, কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত, শ্রেণীতে পাঠদানের অযোগ্যতা ও অনিহা, প্রতিবছর নৈমিত্তিক ছুটির অতিরিক্ত ছুটি ভোগকরা, আগমন প্রস্থানে অনিয়ম, ও মাদ্রাসার আভ্যন্তরীন তথা প্রশাসনের বিরুদ্ধে উস্কানী মূলক আচারণ তার নিত্য নৈমিত্তিক স্বভাবে পরিনত হয়েছে। ৯। জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী চাকুরিকালে বিভিন্ন সময় প্রদত্ত মৌখিক ও লিখিত অঙ্গীকার ছাড়াও বিগত ১৮/১০/২০১০ ইং তারিখে প্রদত্ত ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে স্বহস্তে লিখিত অঙ্গীকার নামার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। ১০। সাময়িক বরখাস্ত কৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) ০১/০৭/২০১৪ ইং তারিখ হতে বিধি মোতাবেক জীবন ধারণ ভাতা প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও অদ্যবধি বিধি অনুযায়ী মাদ্রাসায় উপস্থিত হন কিনা? <u>তদন্ত কমিটির মতামতঃ</u> উপরোক্ত কার্যকলাপগুলো পর্যালোচনান্তে তদন্ত কমিটি কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) এর কর্তব্য পালনে অবহেলা, দূর্নীতি, পেশাগত অসদাচারন ও মাদ্রাসা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকার বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা অধিভুক্তি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৩.২ ধারা মোতাবেক পেশাগত অসদাচারনের পর্যায়ভুক্ত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হওয়ায় তদন্ত কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) কে স্থায়ীভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হল।	(ক) বর্ণিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো কেন কিসের ভিত্তিতে প্রমানিত এ বিষয়ে কোন তথ্য প্রমানক তদন্ত কমিটি কর্তৃক যেমন দেয়া হয়নি। (খ) তাছাড়া অভিযুক্তের উপর যথাযথভাবে নোটিশ জারী ব্যতিত-ই এবং অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে তদন্তকাজ চালনাক্রমে অর্থাৎ অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই অভিযুক্তকে দোষি সাব্যস্ত করে তদন্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। (গ) যেহেতু যথাযথ নোটিশ প্রদান ব্যতিত এবং অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে অভিযুক্তকে দোষি সাব্যস্ত করা হয়েছে,সেহেতু এ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ ব্যতিত অভিযুক্তকে দোষি সাব্যস্ত করায় অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা দেয়া যায়।
(৭)	তদন্ত কমিটির ফাইন্ডিংস এর উপর ভিত্তি করে এ যাবৎ কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং উক্ত পদক্ষেপের ফলাফল কী?	তদন্ত কমিটি কর্তৃক গত ০৫.০৩.২০১৫ খ্রি: তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) কে স্থায়ীভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার মতামত পোষণ কর হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) বর্ণিত মাদ্রাসা'র গর্ভণিং বডির বিরুদ্ধে ২৫/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখে বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, কেশবপুর, যশোর-এ দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-২৩/১৫ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বাদীর গর হাজিরাজনিত কারণে বিজ্ঞ আদালত ২৬/০৬/২০১৮ খ্রি: তারিখে খারিজ করে দেন। অত:পর ৩০/০৪/২০১৮ খ্রি: তারিখে গর্ভণিং বডি কর্তৃক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী,সহঃ অধ্যাপক (আরবী) কে পূর্ণাঙ্গভাবে চাকুরীচ্যুতির জন্য আবেদনপত্র রেজিস্টার ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর দাখিল করা হয়।	তদন্ত কমিটির ফাইন্ডিংস এর উপর ভিত্তি করে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান হতে জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী-কে পূর্ণাঙ্গভাবে চাকুরীচ্যুতি করার জন্য ৩০/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে রেজিস্ট্রার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়-কে পত্র প্রেরণ করা হলেও উক্ত পত্রের উপর গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল জানা যায়নি,যা জানানোর জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা দেয়া যায়।

ক্র: নং	তদন্তের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য টিএমইডি হতে বলা হয়	তদন্তকারী কমকতার {ডপ-পারচালক(প্রাশক্ষণ ও উন্নয়ন)} মন্তব্য/মতামত	টিএমহাড'র নিদেশনা/মন্তব্য
(৮)	সাময়িক বরখাস্তের পর হতে জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী অব্যাহতভাবে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত আছেন কীনা?	হ্যাঁ। (হাজিরা খাতার কপি সংযুক্ত)	ক."বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকুরির শর্ত বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৩(২) তে উল্লেখ রয়েছে, "সাময়িক বরখাস্তকালীন একজন শিক্ষক বেতনের অর্ধেক খোরাকি ভাতা হিসেবে পাবেন। সাময়িক বরখাস্তকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষক তার কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।" অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত সাময়িক বরখাস্তকৃত কোন শিক্ষক কর্মস্থলের বাইরে যেতে পারবেন না। খ. আলোচ্য বিধিতে কর্মস্থলের কোন সংজ্ঞা দেয়া নেই। তবে বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৫ (৪৯) এর মর্ম মতে কর্মস্থল বলতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত একটি ভৌগলিক এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। গ. এখানে উল্লেখ্য যে, কর্মে উপস্থিতি (Present in duty) আর কর্মস্থলে উপস্থিত থাকা এক বিষয় নয়। সাময়িক বরখাস্তকালীন কর্মে উপস্থিত থাকা অর্থাৎ দায়িত্ব পালনের সুযোগ আছে মর্মে উক্ত বিধির কোথাও উল্লেখ্ নেই। ঘ. অধিকন্তু অভিযুক্ত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলের বাইরে আছেন/গেছেন এ মর্মে কোন প্রমানক পাওয়া যায়নি বিধায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এরফান আহমেদ সিদ্দিকী কর্মস্থলের বাইরে যাননি মর্মে স্পষ্ট হয়। ঙ. ফলে আইন/বিধির যথাযথা যাচাই ব্যতিতই তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আইন/ বিধির আলোকে পুনরায় যাচাই হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ডিজি, ডিএমই-কে বলা যায়।
(৯)	অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত হওয়া/ থাকার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কীনা? হয়ে থাকলে এর ফলাফল কী?	হ্যাঁ। তাকে মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকতে ১০.০৩.২০১৬ খ্রি. পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তিনি উপস্থিত হননি।	(ক) অভিযুক্তকে মাদরাসায় হাজির হওয়ার জন্য পত্র প্রেরিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে কিন্তু উক্ত পত্র অভিযুক্তের উপর যথাযথভাবে জারী (উক্ত পত্র বাস্তবে আদৌ জারী হয়েছে কিনা তা সন্দেহজনক) হয়েছে মর্মে স্পষ্ট কোন প্রমানক দেয়া হয়নি। কারণ,উক্ত পত্র জারী সংক্রান্ত কোন প্রমানক নেই। (খ) যেহেতু যথাযথ নোটিশ প্রদান ব্যতিত এবং অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে অভিযুক্তকে দোষি সাব্যস্ত করা হয়েছে,সেহেতু এ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ ব্যতিত অভিযুক্তকে দোষি সাব্যস্ত করায় অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা দেয়া যায়।
(১০)	মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী-কে ০১.০৭.১৪ খ্রি. তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত করার পর প্রায় ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণ কী?	তদন্তকমিটি কর্তৃক গত ০৫.০৩.২০১৫ খ্রি: তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী)-কে চাকুরী হতে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) কর্তৃক ২৫/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখে গর্ভণিং বডির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, কেশবপুর, যশোর-এ দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাটি ০৯/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয় । উক্ত খারিজ আদেশের পূর্বে গত ৩০/০৪/২০১৮ খ্রি: তারিখে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গর্ভণিং বডি কর্তৃক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) কে পূর্ণাঙ্গভাবে চাকুরীচ্যুতি করার জন্য রেজিস্টার ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করা হয় ।	ক. মাদরাসা কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে অথচ জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী)-কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলা ১৮০২২/১৭ মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা কি এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি,ফলে বিষয়টি Sub-judice হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। খ. উপরের তথ্য হতে এটা স্পষ্ট যে সাময়িক বরখাস্তকরণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়া যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত সম্পন্ন হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়। গ. অধিকন্তু রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা অবহিত হয়ে মহামান্য আদালতের নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক বিধায় রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং এ বিষয়ে মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সভাপতি ও অধ্যক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
(১১)	জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী এর উপর আরোপিত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রদান এবং বর্তমানে তা অব্যাহত রাখা আইনানুগ কীনা?	নথিপত্র পর্যালোচনা, অধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত এবং সভাপতি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক) এর সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, ১০/০৪/২০১৪ ইং তারিখ হতে নিয়মিত ভাবে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত রয়েছেন এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে চাকুরীচ্যুত করার জন্য আবেদনপত্র রোজিস্টার ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর দাখিল করা হয়েছে।	ঐ
(১২)	এস সি- ২৭২/১৫ মামলায় প্রদত্ত রায়/আদেশের কারণে রিট পিটিশন নং-৩৬৫৭/২০১৫ মামলার রায় বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা আছে কীনা?	যেহেতু জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী) এর বিরুদ্ধে এসসি ২৭২/১৫ নং মামলার প্রদত্ত রায়/আদেশে হয় যে, "অত্র মামলার পলাতক আসামী এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, পিতা-, মৃত আফছার উদ্দীন দফাদার, সাং- হাসাডাঙ্গা, পোঃ টিনাটোলা, থানা- মনিরামপুর, জেলা- যশোর এর বিরুদ্ধে The Negatiable Instrument Act, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্তে ১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড সহ চেকে বর্ণিত ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকার দ্বিগুণ অর্থাৎ ১,৬৫,০০০ × ২ = ৩,৩০,০০০/- (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। এই অর্থদন্ডের ৩,৩০,০০০/- (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা বাদী ও অবশিষ্ট ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) রাষ্ট্রপক্ষ প্রাপ্ত হবেন এবং ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রের অনুকূলে অর্জিত অর্থ হিসেবে	ঐ

ক্র: নং	তদন্তের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য টিএমইডি হতে বলা হয়	তদন্তকারী কমকর্তার {উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)} মন্তব্য/মতামত	টিএমহাড'র নির্দেশনা/মন্তব্য
		রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। আসামী এরফান আহমেদ সিদ্দিকী পলাতক থাকায় তার স্বেচ্ছায় আদালতে আত্ম সমর্পণ অথবা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারের তারিখ হতে সাজার মেয়াদ গণনা শুরু হবে। সাজার মেয়াদ উল্লেখসহ-তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হোক। ইতো-পূর্বে আসামী অত্র মামলায় হাজত বাস করে থাকলে তা মূল সাজার মেয়াদ থেকে বাদ যাবে"। উল্লিখিত মামলায় তিনি জেল হাজতে আটক ছিলেন এবং ক্রিমিনাল আপীল করে আদালতের রায়ে বর্তমানে জামিনে আছেন। উল্লেখ্য যে, তার বিরুদ্ধে আরও একটি চেক ডিজঅনার মামলা চলমান। যার মামলা নং- ৯২৮/১৮। এমতবস্থায় সাজা প্রাপ্ত আসামী হওয়ায় তার দুর্নীতি প্রমাণিত বিধায় তার জন্য রিট পিটিশন-৩৬৫৭/১৫ মামলার রায় হবে কী না তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করার অনুরোধ করা হলো।	
(১৩)	সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ ৬০ দিনের বেশি তথা প্রায় ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও রিট পিটিশন নং-৩৬৫৭/২০১৫ মামলার রায় অনুযায়ী জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী পূর্ণাঙ্গ বেতন ভাতা (এমপিও) পাওয়ার হকদার কীনা?	জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী ১০/০৪/২০১৪ হতে ৩০/০৪/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেডিকেল ছুটির আবেদন করে ০১/০৫/২০১৪ তারিখ হতে তিনি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত অব্যাহত রাখেন। যে কারণে মাদ্রাসার বিজ্ঞ গভর্ণিং বডি তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং গভর্ণিং বডির ২৯/০৪/২০১৪ তারিখের ৪/১৪ নং সভায় তার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে পুনরায় ০১/০৭/২০১৪ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পেশাগত অসদাচারণের কারণে তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত (সংশোধিত) ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার অধিভূক্তি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে তা গভর্ণিং বডির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত নিম্নরূপঃ সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর উপরোক্ত কার্যকলাপগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহযোগী- অধ্যাপক (আরবী) এর কর্তব্য পালনে অবহেলা, দূর্নীতি, পেশাগত অসদাচারণ ও মাদ্রাসা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছেন মর্মে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। অধিভূক্তি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৩.২ ধারা মোতাবেক পেশাগত অসদাচরণের পর্যায় ভূক্ত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হওয়ায় তদন্ত কমিটির সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহযোগী অধ্যাপক (আরবী) কে স্থায়ীভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী (সহযোগী অধ্যাপক, আরবী) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং তা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণের দায়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ঋণদাতারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে আদালতে চেক ডিজঅনার মামলা করেছেন। এমনি একটি প্রতিষ্ঠান জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে চেক ডিজঅনার মামলা করেন। তিনি উক্ত মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। মামলার আদেশ নিম্নরূপঃ অত্র মামলার পলাতক আসামী এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, পিতা-, মৃত আফছার উদ্দীন দফাদার, সাং- হাসাডাঙ্গা, পোঃ টিনাটোলা, থানা- মনিরামপুর, জেলা- যশোর এর বিরুদ্ধে The Negatiable Instrument Act, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্তে ১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড সহ চেকে বর্ণিত ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকার দ্বিগুণ অর্থ্যাৎ ১,৬৫,০০০ × ২ = ৩,৩০,০০০/- (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। এই অর্থদন্ডের ৩,৩০,০০০/- (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা বাদী ও অবশিষ্ট ১,৬৫,০০০/-	ক. মাদরাসা কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে অথচ জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী)-কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলা ১৮০২২/১৭ মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা কি এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি,ফলে বিষয়টি Sub-judice হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। খ. উপরের তথ্য হতে এটা স্পষ্ট যে সাময়িক বরখাস্তকরণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়া যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত সম্পন্ন হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়। গ. অধিকন্তু রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা অবহিত হয়ে মহামান্য আদালতের নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক বিধায় রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং এ বিষয়ে মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সভাপতি ও অধ্যক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

ক্র: নং	তদন্তের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য টিএমইডি হতে বলা হয়	তদন্তকারী কমকতার {ডপ-পারচালক(প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)} মন্তব্য/মতামত	টিএমইডি'র নির্দেশনা/মন্তব্য
		(এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) রাষ্ট্রপক্ষ প্রাপ্ত হবেন এবং ১,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রের অনুকুলে অর্জিত অর্থ হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। আসামী এরফান আহমেদ সিদ্দিকী পলাতক থাকায় তার স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ অথবা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারের তারিখ হতে সাজার মেয়াদ গণনা শুরু হবে। সাজার মেয়াদ উল্লেখসহ-তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হোক। ইতো-পূর্বে আসামী অত্র মামলায় হাজত বাস করে থাকলে তা মূল সাজার মেয়াদ থেকে বাদ যাবে। উল্লেখ্য যে, তার বিরুদ্ধে আরও একটি চেক ডিজঅনার মামলা চলমান। যার মামলা নং- ৯২৮/১৮। (উক্ত মামলার কপি সংযুক্ত পাওয়া যায়নি) উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এরফান আহমেদ সিদ্দিকী যেহেতু বাংলাদেশের ফৌজদারী আইনের একজন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং তাকে চাকুরী হতে চূড়ান্ত রবখাস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আরবিট্রেশন বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে, সেহেতু জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর উপর পূর্ণাঙ্গ বেতন ভাতা (এমপিও) পাওয়ার রিট পিটিশন নং-৩৬৫৭/২০১৫ মামলার রায় কার্যকর হবে কী না তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করার অনুরোধ করা হলো।	
(১৪)	সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্বেও কোর্টের রায় অনুযায়ী কেন তার এমপিও প্রদান করা হয়নি?	জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী ১০/০৪/২০১৪ হতে ৩০/০৪/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেডিকেল ছুটির আবেদন করে ০১/০৫/২০১৪ তারিখ হতে তিনি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত অব্যাহত রাখেন। যে কারণে মাদ্রাসার বিজ্ঞ গভর্নিং বডি তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং গভর্নিং বডির ২৯/০৪/২০১৪ তারিখের ৪/১৪ নং সভায় তার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে পুনরায় ০১/০৭/২০১৪ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পেশাগত অসদাচারণের কারণে তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করার জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত (সংশোধিত) ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার অধিভূক্তি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে তা গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত নিম্নরূপঃ সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকীর উপরোক্ত কার্যকলাপগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাময়িক বরখাস্তকৃত জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহযোগী- অধ্যাপক (আরবী) এর কর্তব্য পালনে অবহেলা, দূর্নীতি, পেশাগত অসদাচারণ ও মাদ্রাসা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছেন মর্মে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। অধিভূক্তি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৩.২ ধারা মোতাবেক পেশাগত অসদাচরণের পর্যায় ভূক্ত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হওয়ায় তদন্ত কমিটির সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষক জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী,সহযোগী অধ্যাপক (আরবী) কে স্থায়ীভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হলো। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ ৬০ দিন তথা প্রায় ০৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত হওয়া সত্বেও কোর্টের রায় অনুযায়ী এমপিও প্রদান না করার কারণ সম্পর্কে আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ও চূড়ান্ত বরখাস্তের জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবিট্রেশন বোর্ডে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে	ক. মাদরাসা কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে অথচ জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী)-কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলা ১৮০২২/১৭ মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা কি এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি,ফলে বিষয়টি Sub-judice হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। খ. উপরের তথ্য হতে এটা স্পষ্ট যে সাময়িক বরখাস্তকরণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়া যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত সম্পন্ন হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়। গ. অধিকন্তু রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা অবহিত হয়ে মহামান্য আদালতের নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক বিধায় রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং এ বিষয়ে মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সভাপতি ও অধ্যক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
(১৫)	উল্লিখিত বিষয়ে বর্তমানে করণীয় কী/অনুসরণীয় পদ্ধতি কী হতে পারে?	তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। তাছাড়া জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী জানান যে, তার বরখাস্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাই কোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন। যার নং-১৮০২২/১৭ তাই এ ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের রায় চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।	ঐ

ক্র: নং	তদন্তের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য টিএমইডি হতে বলা হয়	তদন্তকারী কমকর্তার {ডপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন)} মন্তব্য/মতামত	টিএমইডি'র নির্দেশনা/মন্তব্য
(১৬)	এ সংক্রান্তে অন্য কোন বিষয় যা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ/টিএমইডির গোচরে নেয়া প্রয়োজন।	জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী ১০/০৪/২০১৪ খ্রি: তারিখ হতে অদ্যাবধি মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকে খোরপোষ ভাতা বাবদ সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করেছেন, সেহেতু দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানোর জন্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বরখাস্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার সময় বেধে দেয়া যেতে পারে।	ক. মাদরাসা কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে অথচ জনাব এরফান আহমেদ সিদ্দিকী, সহঃ অধ্যাপক (আরবী)-কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলা ১৮০২২/১৭ মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা কি এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়া হয়নি,ফলে বিষয়টি Sub-judice হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। খ. উপরের তথ্য হতে এটা স্পষ্ট যে সাময়িক বরখাস্তকরণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়া যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিত সম্পন্ন হয়েছে মর্মে স্পষ্ট হয়। গ. অধিকন্তু রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা অবহিত হয়ে মহামান্য আদালতের নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক বিধায় রিট মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং এ বিষয়ে মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সভাপতি ও অধ্যক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ডিজি,ডিএমইকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

৪। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত ছকে বর্ণিত টিএমইডি'র নির্দেশনা কলামে প্রদত্ত নির্দেশনা মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য (প্রমানকসহ) আগামি ১৫.০৩.২০২০ খ্রি: এর মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

০২/০৩/২০২০

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।